গজঘন্টার প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব

মরহুম এ ,এইচ ,এম জহুরুল হক

(১৯১৪-১৯৭২)

মরহুম আবুল হাদী মোহাম্মদ জহুরুল হক গজঘন্টা ইউনিয়নের একজন কৃতি সন্তান। অক্লান্ত পরিশ্রম, দৃঢ় প্রত্যয়ে প্রবল ইচ্ছা শক্তি ও তুখোর মেধা শক্তির বলে অর্জন করেছেন সম্মানিত শিক্ষাগত যোগ্যতা। বৃটিশ শ্বাসনের প্রতিকুল পরিবেশে অক্লান্ত সংগ্রামও প্রতিদ্বন্দিতার মধ্যে তিনি হাসিল করেন সম্মানিত স্থান। ১৯১৪ সালে তাঁর জন্ম। বগুড়া জেলা স্কুল থেকে মেট্রিক পাশ করে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ডিসটিংসন সহ বিএ পাশ করেছিলেন। পরবর্তীতে বৃটিশ আমলের বিসিএস প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করেন এবং সফলকাম হয়েছিলেন।

তিনি একজন শিক্ষা অনুরাগী ছিলেন। সব সময় পরিশ্রমী দৃঢ় সংকল্পাবদ্ধা শিক্ষানবীসদের উৎসাহিত ও সহযোগীতা করতেন। ১৯৭২ সালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৫৭ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

মরহুম আলী মুহাম্মদ জাফর টফি

রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলাধীন গজঘন্টা ইউনিয়নের জয়দেব বাবুপাড়া গ্রামে মরহুম আলী মুহাম্মদ জাফর টফি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছাত্র জীবন থেকে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ টোবাকো কোম্পানি (বিটিসি) তে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এক পর্যায়ে জাতীয় রাজনীতির সহিত তাহার সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়। তিনি ১৯৮৩ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ২য় মেয়াদে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৯১ সালে তিনি গংগাচড়া উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে প্রার্থীতা হলে তিনি বিপুল ভোটে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। শিক্ষা ক্ষেত্রে তার অবদান অপরিসীম। তিনি গজঘন্টা কলেজের প্রতিষ্টাতা। গংগাচড়া সরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাহার অবদান অপরিসীম।

মরহুম মোজাফ্ফর হোসেন

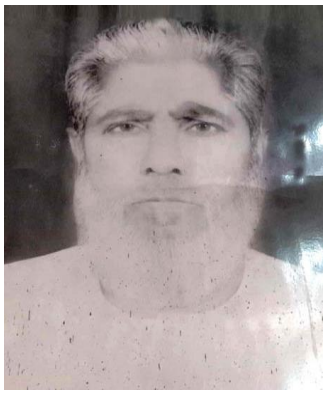

আকাশের মত বিশাল মনের অধিকারী নিরলস সমাজসেবী অদম্য সাহসী মানুষ "মরহুম মোজাফ্ফর হোসেন" রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলাধীন ৬নং গজঘন্টা ইউনিয়নের জয়দেব গ্রামের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গজঘন্টা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক নির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান (১৯৭৩-১৯৭৭)। জীবিত কালে তিনি বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ এর একজন নিবেদিত সক্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি তৎকালিন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ বাংলাদেশ গংগাচড়া উপজেলা শাখার সহ-সভাপতি ছিলেন। তিনি মুক্তিযোদ্ধের সময় মুক্তিযোদ্ধার সংগঠক ছিলেন এবং মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রাম পরিষদ গঠনে বিশেষ ভুমিকা পালন করেন।গজঘন্টা স্কুল এন্ড কলেজ ও রাজবল্লভ দাখিল মাদ্রাসায় শিক্ষা ক্ষেত্রে তার বিশেষ অবদান রয়েছে। তিনি রাজবল্লভ দাখিল মাদ্রাসার জমিদাতা। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের বিভিন্ন পদে সক্রিয়ভাবে জড়িত থেকে সমাজে বিশেষ অবদান রাখেন।

মরহুম আব্দুস সাত্তার দালাল (১৮৯৫-১৯৮৬)

রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলাধীন ৬নং গজঘন্টা ইউনিয়নের রাজবল্লভ গ্রামের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে ১৮৯৫ সালে "মরহুম আব্দুস সাত্তার দালাল" জন্মগ্রহণ করেন। রাজনীতিতে তাঁর আওয়ামীলীগ এর সাথে সম্পৃক্ততা ছিল। তৎকালিন সময়ে তামাক ব্যবসায়ে বহুল সুনাম ছিল। সেই সুবাদে তিনি গজঘন্টা উচ্চ বিদ্যালয়, ইকরচালী উচ্চ বিদ্যালয়, তারাগঞ্জ, হাজীরহাট দাখিল মাদ্রাসা, মহানগর, রংপুর এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং তাঁর নামানুসারে আব্দুস সাত্তার ডিগ্রী কলেজ, রামগঞ্জ বাজার, নীলফামারী প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়াও তিনি দেশের বিভিন্ন মসজিদ মাদ্রাসায় অবদান ছিল। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সুকৌশলে খাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর সুনাম এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে সরকারী নির্দেশনায় তিনি গজঘন্টা ইউনিয়ন পরিষদের রিলিফ চেয়ারম্যান (১৯৭১-১৯৭৩) এর দায়িত্ব পালন করেন। এই গুনী ব্যক্তি ১৭ অক্টোবর ১৯৮৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

আলহাজ্ব মোঃ শাহেদুল ইসলাম

আলহাজ্ব মোঃ শাহেদুল ইসলাম পিতা মরহুম আলহাজ্ব সহিদার রহমান, সাং-পূর্ব জয়দেব (জয়দেব পাঙ্গা) গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি গজঘন্টা স্কুল ও কলেজ থেকে কৃতিত্বের সহিত এস.এস.সি পাশ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা শেষ করেই তিন বন্ধু মিলে ক্ষুদ্র ব্যবসায় যুক্ত হন। পরবর্তীতে ধাপে ধাপে তিনি ব্যবসার প্রসার ঘটান। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশের অন্যতম সাবান (পঁচা) থেকে শুরু করে গ্রীন অয়েল এন্ড পোল্ট্রি ফিল্ড, টাইলস সহ বিভিন্ন উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। রংপুর বিভাগে তিনিই প্রথম সয়াবিন তেলের উৎপাদন কারখানা স্থাপন করেন। এছাড়াও তিনি দেশের বিভিন্ন শহরে আবাসন শিল্পের সঙ্গেও জড়িত। তিনি বেকারত্ব দূরীকরণে রংপুর তথা গজঘন্টা ইউনিয়নের কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যতম কারিগর।

মরহুম এমদাদ আলী

মরহুম এমদাদ আলী রংপুর জেলার গংগাচড়া উপজেলাধীন ৬নং গজঘন্টা ইউয়িনের জয়দেব (বাবুপাড়া) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অনারারী ম্যাজিস্ট্রেড ছিলেন। তিনি গজঘন্টা ইউনিয়ন কাউন্সিলের সাবেক প্রেসিডেন্ট। তিনি ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৬৫সাল পর্যন্ত গজঘন্টা ইউনিয়ন পরিষদের প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি গজঘন্টা দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে বিশেষ অবদান রাখেন। তিনি গজঘন্টা ইউনিয়ন পরিষদের জমিদাতা। সমাজ সেবায় তার অবদান ছিলো চোখে পড়ার মত।

সফল অধ্যক্ষ ইঞ্জিনিয়ার মোঃ জমিদার রহমান

গজঘন্টা ইউনিয়নের কৃতি সন্তান জাতীয় পর্যায়ে ৩ বার শ্রেষ্ঠ ও স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত সফল অধ্যক্ষ, সফল শিক্ষক ও সফল বাবা ড. ইঞ্জিনিয়ার মোঃ জমিদার রহমান ; রংপুরের গঙ্গাচড়া উপজেলার গজঘন্টা ইউনিয়নের উমর গ্রামের কৃতি সন্তান অধ্যক্ষ ইঞ্জিনিয়ার মোঃ জমিদার রহমান ১৯৭৯ সনে গজঘন্টা দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় হতে বিজ্ঞান বিভাগে প্রথম বিভাগে পাশ করেন। ১৯৮৪ সালে রংপুর সরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট হতে ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলোজিতে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। তারপর ১৯৯৪ সালে DUET থেকে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং এ অনার্স মার্কসহ স্ট্যান্ড করেন। তিনি ROYAL University থেকে MSc ইঞ্জিনিয়াারিং এ স্ট্যান্ড করেন। তিনি American East Coast University , USA থেকে Honnorary Ph.D. Degree অর্জন করেন। চাকুরী জীবনে তিনি ২০০১ সালে বিআইটি রাজশাহীতে (বর্তমান RUET) কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদে চাকরীতে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে ২০০৪ সালে পঞ্চগড় জেলার সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে যোগদান করেন। ১ বছর পরেই (২০০৫) তিনি সেখান থেকে কুড়িগ্রাম টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে বদলী হয়ে আসেন। নিজের মেধা ও দক্ষতা দিয়ে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করে ২০১৫ ও ২০১৭ সালে জাতীয় পর্যায়ে (কারিগরি) সেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলেন। ২০১৮ পাবনা সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে বদলী হয়ে যান। সেখানেও দক্ষতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করায় সুনাম অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি নিজ জেলা রংপুর টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহন করেন। যোগদানের অল্প সময়ে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার মান উনয়নে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহন করে আলোচনায় আসেন। এ বছর (২০২২) কারিগরি পর্যায় প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান পুরস্কার পায়। এ ছাড়াও তিনি সিঙ্গাপুর ও ফিলিপাইন এ সরকারি খরচে ট্রেনিং করেছেন। তার কর্মজীবনে বিভাগীয় পর্যায়ে ২০১৮, ১৯ ও ২২ সালে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং ২০১৭, ১৮ ও ১৯ সালে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান হিসেবে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন। কর্মজীবনে কারিগরি পর্যায় তিন তিনবার জাতীয়ভাবে পুরস্কার পান। এ ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক, মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক সংগঠন অধ্যক্ষ ইঞ্জিনিয়ার মোঃ জমিদার রহমানকে সম্মাননা পুরস্কার দিয়েছে। এর মধ্যে বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত গোল্ডেন এ্যাওয়ার্ড, মাদার তেরেসা গোল্ডেন এ্যাওয়াড, বিচারপতি এসএম মোরশেদ স্মৃতি গোল্ডেন এ্যাওয়াড, হিউম্যান রাইটস পিস এ্যাওয়াড, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সম্মাননা, স্বাধীনতা স্মৃতি এ্যাওয়ার্ড ও মুজিববর্ষ সম্মাননা স্মারক। বিশেষভাবে উল্লেখ্য স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী ও মুজিব শতবর্ষ বার্ষিকীতে তাঁর নেতৃত্বে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও জাকজমকপূর্ণ আলোকসজ্জায় পাবনা জেলার মধ্যে প্রতিষ্ঠানটি প্রথম স্থান অধিকার করে। তার বর্ণাঢ্য পারিবারিক জীবনেও তিনি সফল ও সার্থক বাবা। বড় ছেলে ইঞ্জিনিয়ার মো. নাজমুস সাকিব ৩৮তম বিসিএস ক্যাডারে উত্তীর্ণ হয়ে ফরিদপুর জেলায় গণপূর্ত অধিদপ্তরে সহকারি প্রকৌশলী হিসাবে চাকরি করেন। ছোট ছেলে ইঞ্জিনিয়ার মো. সাইয়েদুস সিফাত বর্তমানে আমেরিকায় ভার্জিনিয়াটেক ইউনিভার্সিটিতে কম্পিউটার সায়েন্সে এ পিএইচডিতে অধ্যায়নরত এবং সবচেয়ে কনিষ্ঠ মেয়ে সিরাজাম মুনিরা জাহিন সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় হতে সকল বিষয়ে অ+ পেয়ে কলেজে ভর্তি হয়েছে। তিনি একাধারে ১৭ বৎসর শিক্ষকতা ও ১৮ বৎসরের বেশি সময় সততা ও দক্ষতা নিয়ে ৪র্থ গ্রেডে সফল অধ্যক্ষ হিসেবে সুনামের সহিত চাকুরী করিয়া বর্তমানে অবসরে আছেন।

গজঘণ্টার অদম্য মেধাবী নিলুফার গল্প

নামঃ মোছাঃ নিলুফা ইয়াসমিন

প্রভাষক

মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ই-মেইলঃ Nilufa.yeasmin.18du@gmail.com

গজঘণ্টা ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা

১৯৯৬ সালে গংগাচড়া উপজেলার গজঘণ্টা ইউনিয়নের জয়দেব গ্রামের বাবা মোঃ লোকমান আলী ও মা মোছাঃ আরিফা বেগমের মধ্যবিত্ত সংসারে ভূমিষ্ঠ দুই পূত্র-কন্যার মধ্যে কনিষ্ঠা হয়ে আমার জন্ম ও গ্রামীণ পরিবেশে অন্যান্যদের মতোই বেড়ে উঠা।

নিজ এলাকার "রাজবল্লভ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়" থেকে আমার শিক্ষা জীবনের পদচারণা শুরু হলেও বাবার চাকুরীর সুবাদে বগুড়ায় প্রাথমিকের গণ্ডি পেরিয়ে নিজ এলাকার স্বনামধন্য "গজঘণ্টা হাই স্কুল ও কলেজ" এ মাধ্যমিকে ভর্তি হই। ২০০৯ সালে ৮ম শ্রেণীতে **ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি** প্রাপ্তি ও একই বিদ্যালয় থেকে ২০১২ সালে এসএসসি পরীক্ষায় **এ+** অর্জন করে রংপুর সরকারী কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হই। মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হওয়াতে সবসময় নিজের মধ্যে ভালো কিছু করার অনুপ্রেরণা কাজ করতো। কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে ২০১৪ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় **গোল্ডেন এ+** অর্জন করে **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগে** ২০১৪-২০১৫ সেশনে ভর্তি হই।

বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের ১ম বর্ষের ১ম ক্লাসে এক শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের মাধ্যমে জানতে পারি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করলে এখানে শিক্ষক হওয়ার সুযোগ থাকে। সেই থেকে প্রথম হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে পড়াশোনা শুরু করি। ঘুম, খাওয়া, ক্লাস, ল্যাব ব্যতিত কবি সুফিয়া কামাল হলের রিডিং রুমই ছিলো আমার প্রিয় ঠিকানা।

কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ের মাধ্যমে দিনের পড়া দিনেই শেষ করা এবং যেকোনো বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানার অভিপ্রায়ই ছিলো আমার ভালো ফলের মূল রহস্য। ফলশ্রুতিতে ১ম বর্ষে জিপিএ ৩.৮৫/৪.০০; ২য় বর্ষে জিপিএ ৩.৯৫/৪.০০; ৩য় বর্ষে জিপিএ ৪.০০/৪.০০ ও ৪র্থ বর্ষে ধারাবাহিকতা অটুট রেখে জিপিএ ৪.০০/৪.০০ অর্জন করি এবং অনার্স শেষে আমার অর্জিত **সিজিপিএ ৩.৯৬/৪.০০** যা মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যাবধি সর্বোচ্চ ফলাফল! এই ফলাফল আমার লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের দ্বারপ্রান্তে আমাকে নিয়ে যায়!

স্নাতকোত্তর পর্যায়ে আমি "সামুদ্রিক শৈবাল থেকে ঔষুধ আবিষ্কার" নিয়ে গবেষণা করি এবং একই বিভাগ থেকে সর্বোচ্চ **জিপিএ ৪.০০/৪.০০** অর্জন করি।

পড়াশোনার পাশাপাশি আমি খেলাধুলার সাথেও জড়িত ছিলাম। স্কুল পর্যায়ে এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কার লাভ করি।

এরপর সকল প্রতীক্ষা শেষে ২০২৩ সালের ৩১ আগস্ট স্বপ্নের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগে **"প্রভাষক"** হিসেবে যোগদান করি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে দেশ ও জাতি গঠনের লক্ষ্যে আমি এই অধ্যাপনা জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সততা, নিষ্ঠা, আত্নমর্যাদা ও নিরপেক্ষতার সাথে পাঠদান ও গবেষণার কাজ চালিয়ে যাবো।

আমার এই সফলতায় পরিবার, শিক্ষক ও এলাকাবাসী অত্যন্ত আনন্দিত ও গর্বিত!!